# নববর্ষের হালখাতা, মিষ্টি, গঙ্গাস্নানের সঙ্গেই শপিং মলের বৈশাখী ধামাকা!

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ গাজন আর চরক উদযাপনের মাধ্যমে যে বাংলায় বৈশাখের সুর বাজত, যুগধর্মে তার অনেকটাই এখন স্মৃতিকাতর বাঙালির রোমন্থন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৪২২'এর বাংলা নববর্ষও তার থেকে খুব একটা ব্যতিক্রম হল না। নিয়মমাফিক হালখাতা, মিষ্টি, নতুন জামা ক্যালেন্ডারের লাল কালির মতোই বঙ্গজীবনে আছে বটে, কিন্তু বর্ষবরণের উদ্দীপনা শপিং মল, ইন্টারনেট আর সেলফি'র দাপটে অনেকটাই উচ্চকিত। রাজ্যে পুরভোটের উত্তপ্ত আবহও ম্লান করতে পারেনি বাঙালির বর্ষবরণ উদযাপন।

কলকাতার সোনার দোকানগুলিতে এবারও নিয়মমাফিক পালিত হয়েছে হালসাল, গণেশ পুজো আর নতুন হালখাতা। লাল খেরোর মলাট দেয়া হালখাতায় হলুদ-সিঁদুর লেপে শুরু হয়েছে নতুন বছরের হিসেব। পুরনো-নতুন গ্রাহকদের নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়ন করা হয়েছে নিয়মমতো। পরিচিত ব্যবসায়ীদের দোকানে বা বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা, নতুন বছরের বাংলা ক্যালেন্ডার আর মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে ঘরে ফেরা এবারও ছিল।

সকাল থেকে পুজো দেয়ার দীর্ঘ লাইন পরে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে। দোকানে দোকানেও ছিল পুজোর ব্যবস্থা। মিষ্টির দোকানগুলোতে ব্যস্ততা বেড়েছে ক'দিন আগে থেকেই। কলকাতার বনেদি মিষ্টি বিপনীগুলির পাশাপাশি এবার ভালো বাণিজ্য হয়েছে ভিখারাম, গাঙ্গুরামদের দোকানেও।

মানিকতলার তিন-পুরুষের ব্যবসায়ী পূর্ণেন্দু বসাক জানিয়েছেন, বরাবরের মতোই গঙ্গাস্নান করে দোকানে আসা, তারপর পূজা, হালখাতা। এই নিয়মটা এখনও চলছে আমাদের পরিবারে।

তবে জেন-নেক্সট'এর মন জিততে শপিং মলগুলোয় শুরু হয়ে গেছে বৈশাখী ধামাকা। চৈত্র সেলে বিছানার নতুন চাদর, গামছা, গেঞ্জি, শাড়ি, পাঞ্জাবি কেনা বাঙালির কনিষ্ঠ প্রজন্ম এখন মল-মুখী। অনেকেই আবার পয়লা বৈশাখ সেলিব্রেট করতে দাদু-দিদাদেরও সামিল করেছেন। বাইপাসের মনি স্কোয়ার, দক্ষিণের সাউথ সিটি মল, সল্টলেকের সিটি সেন্টার, রাজারহাটের সিটি সেন্টার -২'তে এবার বাড়তি ভিড়।

খাওয়াদাওয়াতেও এবার এসেছে পরিবর্তন। পিয়ারলেসের আহেলি তো ছিলই, পয়লা বৈশাখের লাঞ্চের বাজারে এবার বিকল্প অনেক। কলস, ভজহরি মান্না, ৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কে-১৯, ওহ ক্যালকাটা, কষে কষা, ফিশফিশ'এর মতো দোকানের বাইরে সাপের মতো লাইন। দু'দশক আগেও পয়লা বৈশাখের পড়ে পাওয়া ছুটিতে বাড়িতে গরম মাংস-ভাত আর আমের চাটনি খেয়ে দিবানিদ্রা দিত যে বঙ্গসমাজ, তাঁরাই এখন হারিয়ে যাওয়া বাংলা স্বাদের খোঁজে দুঁদে গোয়েন্দার মতো হানা দিয়েছেন বিভিন্ন 'ইটারি'তে।

বহুমূল্য রেস্তরাঁয় বর্ধিত পরিষেবা কর দিয়ে পোস্তো-ধনে পাতার বড়া, ফুলকপির সিঙারা খাওয়াই পয়লা বৈশাখের চলতি ট্রেন্ড। হারিয়ে পাওয়া খাবারও কত রকম! পটলের দোলমা, বিক্রমপুরের কাঁচকলার দম, এঁচোরের ডালনা, দুধ-চিংড়ি, মৌরলা ভাজা, আম-কাসুন্দি কই, সজনে ফুলের পাতুরি, তিল-আমের মুরগি ভাপা, ধনে-রসুনের চিংড়ি, মৌরলা মাছের পেঁয়াজি।

পঞ্চ নয়, থালার পাশে পঞ্চান্ন ব্যঞ্জন সাজিয়ে সেলফি তুলতে ব্যস্ত নতুন বাংলার যুবক-যুবতীরা। ফেসবুক মারফত খাওয়ার টেবিল থেকেই গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে 'পরিবর্তিত' বাঙালির বর্ষবরণ। হ্যাপি নববর্ষ!